18

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..0 7..MAR..1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যত বৃত্তি

হামিদ উল্লাহ

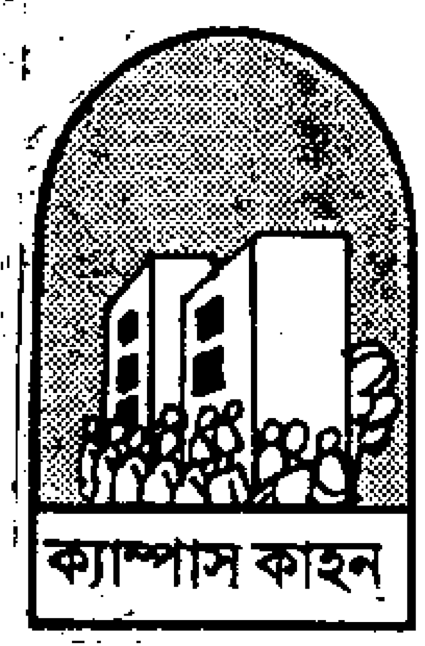

বৃত্তি ছাত্রছাত্রীদের মেধার স্বীকৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে মেধার যে মূল্যায়ন তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রদানের যে রীতি তা হলো বিভাগভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বাছাই। প্রতিবছর অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বৃত্তির জন্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের চেয়ারম্যান বরাবরে এ আবেদনপত্র জমা দিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ৩ বছরের মেয়াদে প্রথম বর্ষ অনার্স বৃত্তি, এক বছরের মেয়াদে অনার্স শেষ বর্ষ বৃত্তি, মাস্টার্স প্রিলিমিনারি বৃত্তি ২ বছরের মেয়াদে। এছাড়াও রয়েছে রোভার স্কাউট, শরীরচর্চা ও বিএনসিসির বৃত্তি।

২৮টি বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক বিভাগে একই পদ্ধতিতে বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে ১ম বর্ষ (অনার্স) শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে এক জনকে ফ্রি স্টুডেন্টশিফ ও ৩ জনকে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়। স্টাইপেন্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ২০% বেতন মওকুফ করা হয়। ফ্রি স্টুডেন্টশিফে বেতনের পুরোটাই মওকুফ থাকে। এক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ হচ্ছে, ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রাপ্তদের জন্যে মাসিক ৫০ টাকা এবং স্টাইপেন্ড মাসিক ৩০ টাকা।

অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ১ বছর মেয়াদে প্রত্যেক বিভাগে ১ জনকে মাসিক ৭৫ টাকা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ এবং স্টাইপেন্ডের আওতায় মাসিক ৫০ টাকা প্রদান করা হয়। এ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ১০% হারে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। মাস্টার্স প্রিলিমিনারিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ২ বছরের জন্যে বৃত্তি লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগে ১ জন মাসিক ৫০ টাকা হারে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ এবং ৩ জন মাসিক ৩০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড লাভ করে।

২৮টি বিভাগের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থবছরে রোভার স্কাউটে ৭ জন, শারিরীক শিক্ষায় ১২ জনকে বৃত্তি প্রদান করে থাকেন। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে শারিরীক শিক্ষায় ১৮ জনের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে সমানসংখ্যক (১৮৭৯) শিক্ষার্থীদেরকে বিএনসিসির কোটায় বৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত বৃত্তি ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব জেলা থেকে প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করে থাকে। এসব বৃত্তির পরিমাণ জেলা ভেদে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা হয়। জেলা বৃত্তির প্রদত্ত টাকা শিক্ষার্থীরা একসাথে পেয়ে থাকে। এ বৃত্তির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের কোন সম্পর্ক নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মতো বৃত্তির প্রক্রিয়াও খুব জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জটিলতার ফলে আমলাতান্ত্রিকতার অক্টোপাসে প্রায়ই জড়িয়ে যান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। এমনিতেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের শক্তির জোর দেখাতে কুণ্ঠিত হন না।

SHEET — OF — SHEETS